যুগান্তর

তারিখ ...09 OCT 2007...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

দেড় দশকে শিক্ষার ব্যয় শতকরা ১৫ ভাগ বেড়েছে

পর্যালোচনা সভায় অধ্যাপক মোজাফফর

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

রোববার রাজধানীতে আয়োজিত এক পর্যালোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, বিগত দেড় দশকে শিক্ষার ব্যয় শতকরা ১৫ ভাগ বেড়েছে। বর্তমানে শিক্ষার সংকট চলছে। আর এ সংকটের মূল জায়গা হল শিক্ষকদের মানের সংকট। শিক্ষার উন্নয়নে অনেক প্রকল্প গৃহীত হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, তাতে জাতীয় চেতনা নেই।

> শিক্ষায় যে সংকট চলছে তার সমাধান বিদেশীদের ওপর নির্ভর করে সম্ভব নয়

রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের এলজিইডি ভবনে 'দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি : জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও তৃণমূল পর্যায়ের বাস্তবতার আন্তঃসম্পর্ক' শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। দু'পর্বের অনুষ্ঠানে প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন সুজনের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ এবং দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা। অনুষ্ঠানে লিখিত প্রতিবেদন আলোচনা করেন জীবন দে শ্যামল ও মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন সাবেক এমপি জিএম কাদের, সলিডারিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হারুন অর রশিদ লাল, অ্যাডভান্স পাবলিক ইন্টারেস্ট ট্রাস্টের (এপিআইটি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাব্বির বিন শামস্, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তা জিয়াউল হক, স্বাবলম্বী ইউনানী সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেগম রোকেয়া প্রমুখ। সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ বলেন, দেশে শিক্ষার সংকটের মূল জায়গা হল শিক্ষকদের মানের সংকট। শিক্ষকরা এখন আর আগের মতো ব্যয় : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

ব্যয় : শিক্ষার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পাঠদানে যত্নবান নন। তিনি বলেন, বর্তমানে শিক্ষায় যে সংকট চলছে তা সমাধান বিদেশীদের ওপর নির্ভর করে সম্ভব নয়। নিজেদের মতো করে করতে হবে। অধ্যাপক আহমদ বলেন, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা জাতিকে বিভাজিত করছে। ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলেই তিনটি ধারা আছে। বিগত ১৫ বছরে প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যক্তিগত খরচ শতকরা ১৫ ভাগ বেড়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, দেশে অনেক ছেলেমেয়ে বেকার। তাদের কোথাও চাকরির ব্যবস্থা হচ্ছে না, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ঘাটতি আছে, এটাই তার প্রমাণ।

জিএম কাদের বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। শিক্ষার ব্যাপারটি সার্টিফিকেট অর্জন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার বিষয়টি শুধু খাতা-কলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তা জিয়াউল হক বলেন, পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসীদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে না— এরকম বহু অভিযোগ এসেছে। তা সমাধানের জন্য একটি তদন্ত কমিশনও গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু কমিশন আশানুরূপ সাহায্য করেনি। স্বাবলম্বী ইউনানী সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেগম রোকেয়া বলেন, পিইডিপি-২ (প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি) ঘোষণা করার সময় খুব আশাবাদী হয়েছিলেন।